গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়
(দুব্যক-৩ অধিশাখা)
বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা
www.modmr.gov.bd

বিষয়ঃ সাম্প্রতিক সময়ে সংগঠিত দুর্যোগসমূহ নিয়ে করণীয় নির্ধারণ এবং দুর্যোগ মোকাবিলার পূর্ব প্রস্তুতি বিষয়ে আন্তঃমন্ত্রণালয় সভার কার্যবিবরণী।

সভাপতিঃ	ডাঃ মোঃ এনামুর রহমান, এমপি, প্রতিমন্ত্রী দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়।
তারিখঃ	১৬-০৪-২০১৯খ্রিঃ
স্থানঃ	সম্মেলন কক্ষ, দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়।
সময়ঃ	সকাল ১১:০০ ঘটিকা।

সভাপতি সভায় উপস্থিত সকলকে স্বাগত জানিয়ে সভার কাজ শুরু করেন। সিনিয়র সচিব সভাপতির অনুমতিক্রমে অতিরিক্ত সচিব (দুব্যক-৩)-কে সভার আলোচ্যসূচিসহ মাল্টিমিডিয়ায় উপস্থাপনার জন্য অনুরোধ জানান। সে মোতাবেক সাম্প্রতিক সময়ে সংগঠিত দুর্যোগসমূহ নিয়ে এবং দুর্যোগ মোকাবিলায় এ মন্ত্রণালয়ের গৃহিত কার্যক্রমের বর্ণনা সভায় উপস্থাপন করা হয়।

২। সিনিয়র সচিব, দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয় সভায় বলেন যে, সাম্প্রতিক সময়ে ঢাকা মহানগরীতে পর পর বেশ কয়েকটি স্থানে বড় ধরনের অগ্নিকান্ডের ঘটনা ঘটে। এর মধ্যে পুরান ঢাকা চকবাজারস্থ চুড়িহাট্টায় ২০ ফেব্রুয়ারি, ২৭ ফেব্রুয়ারি ভাষাণটেক বস্তিতে, ২৮ মার্চ বনানীর এফ আর টাওয়ার এবং ৩০ মার্চ গুলশান-১ এর ডিএনসিসির কাঁচাবাজার ও সুপার মার্কেটের অগ্নিকান্ড উল্লেখযোগ্য। এতে প্রায় ১০০ জনের প্রাণহানি এবং প্রায় শতকোটি টাকার অধিক সম্পদের ক্ষয়-ক্ষতি হয়। এর ফলে অগ্নিনিরাপত্তা বিষয়ে নাগরিকদের মধ্যে উৎকন্ঠা তৈরী হয়েছে। যদিও প্রতিটি দুর্ঘটনায় ফায়ার সার্ভিস, সশস্ত্র বাহিনী বিভাগ, আইন শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী এবং দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়ের কর্মকর্তা/কর্মচারীগণ দ্রুত পদক্ষেপ গ্রহণ করে যা সম্ভাব্য ক্ষয়-ক্ষতির পরিমাণকে সীমিত রাখতে সহায়ক ভূমিকা পালন করেছে। প্রতিটি দুর্ঘটনায় দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয় কমিটি গঠনের মাধ্যমে তদন্ত পরিচালনা করে অগ্নিকান্ডের সুনির্দিষ্ট কারণ খুঁজে বের করা এবং ভবিষ্যতে অনুরূপ দুর্ঘটনা এড়ানোর কৌশল নির্ধারণে প্রয়াস নেয়। উল্লিখিত তদন্ত কমিটির প্রতিবেদন থেকে জানা যায় যে প্রতিটি ক্ষেত্রে অগ্নিকান্ডের প্রধান কারণসমূহ অগ্নিনির্বাপন ব্যবস্থার অপ্রতুলতা, অপরিকল্পিত ভবন নির্মাণ, বিভিন্ন ভবনের অনুমোদনহীন ব্যবহার, ভবন ব্যবহারকারীদের জরুরী নির্গমন বিষয়ে জ্ঞান না থাকা, দাহ্য ও বিস্ফোরক পদার্থের অনুমোদনহীন গুদামজাতকরণ প্রভৃতি। দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়ের পক্ষ থেকে আহত ব্যক্তিদের চিকিৎসা এবং মৃতব্যক্তিদের সৎকারের জন্য মানবিক সহায়তা প্রদান করা হয়। এর পাশাপাশি ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তিদের মাঝে খাদ্য সামগ্রী, নগদ টাকা এবং মনোসামাজিক সহায়তা প্রদান করা হয়।

অতপরঃ সভায় উপস্থিত সদস্যগণ বিস্তারিত আলোচনা করেন এবং করণীয় নির্ধারণে নিম্নোক্ত বিষয়ে সিদ্ধান্ত গৃহিত হয়ঃ

ক. অগ্নিকান্ড বিষয়কঃ

এফ আর টাওয়ারের অগ্নিকান্ডের বিষয়ে আলোচনাকালে নৌ-পরিবহন মন্ত্রণালয়ের অতিরিক্ত সচিব জানান যে, তদন্ত কমিটির প্রতিবেদনগুলো ক্লাস্টার করে বাস্তবায়ন করা প্রয়োজন। তিনি আরও জানান যে, Highrise Building এর একটি Definition নির্দিষ্ট করা প্রয়োজন। বর্তমানে এটা বিভিন্ন দপ্তর ভিন্ন ভিন্নভাবে উপস্থাপন করছে। বাংলাদেশ Tropical Country হিসেবে Highrise বিল্ডিং এ গ্লাসের মোড়ক Allow করা হবে কিনা এবং সিঁড়ির উপর লোহার পাত বা রেলিং-এ স্টিলের পাত ব্যবহার করা যাবে কিনা এ সব বিষয়ে আলোচনা হয়। সভাপতি বিল্ডিংগুলোকে গ্লাস দিয়ে মোড়ক না করার বিষয়ে পরীক্ষা করে পরবর্তী ব্যবস্থা গ্রহণ করা যেতে পারে মর্মে মতামত ব্যক্ত করেন। গুলশান-১ ডিএনসিসি কাঁচাবাজার ও সুপার মার্কেটের অগ্নিকান্ডের বিষয়ে আলোচনাকালে স্থানীয় সরকার বিভাগের অতিরিক্ত সচিব জনাব মাহবুবুর রহমান জানান যে, মার্কেটটি বিকল্প জায়গায় স্থানান্তর করা হবে। আপাততঃ অগ্নি দুর্ঘটনায় ক্ষতিগ্রস্ত মার্কেটটি নির্মাণ করতে দেয়া যাবে না। পরবর্তীতে স্থানান্তর করার ব্যবস্থা নেয়া হবে। তিনি আরও জানান যে, খিলগাঁও সিটি করপোরেশন মার্কেটে মূলতঃ কামারদের দোকানে আগুন লাগে। উক্ত স্থানে Highrise বিল্ডিং করার পরিকল্পনা আছে কিন্তু হাইকোর্টে মামলা থাকায় এ কাজে অগ্রগতি নেই। বিল্ডিং কোড অনুযায়ী দোকান করতে হবে মর্মে আলোচনা করা হয়। তিনি আরও জানান যে, মহানগর এলাকায় অবৈধ স্থাপনা দ্রুত অপসারণ করতে হবে। তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগের অতিরিক্ত সচিব আলোচনায় অংশ নিয়ে জানান যে, আইনের সুষ্ঠু প্রয়োগ প্রয়োজন। অবৈধ দখলকারীদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নিতে হবে। জনসচেতনতা বৃদ্ধি করতে হবে। সংশ্লিষ্ট কমিটিগুলোকে সক্রিয় করতে হবে। ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স এর প্রতিনিধি জানান যে, পুরান ঢাকার অনিরাপদ স্থানে রাখা কেমিক্যাল দ্রব্যসামগ্রী দ্রুত নিরাপদ ওয়্যার হাউজে স্থানান্তর করতে হবে। সিনিয়র সচিব জানান যে, অগ্নিকান্ডের জন্য সংশ্লিষ্ট সকল মন্ত্রণালয়/ বিভাগ/ দপ্তর/ পরিদপ্তর/ সংস্থা/ প্রতিষ্ঠানকে নিজস্ব Response Team গঠন করতে হবে এবং প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করতে হবে। এছাড়াও উপস্থিত কর্মকর্তাবৃন্দ বিস্তারিত আলোচনা করেন।

খ. টর্নেডো, বজ্রপাত ও কালবৈশাখী ঝড় বিষয়ক:

কৃষি মন্ত্রণালয়ের সচিব সভায় জানান যে, Cold Wave এর কারণে ধানের ব্যাপক ক্ষতি হয়েছে এবং ধান চিটা হয়েছে। Blast এর কারণে দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলের গম নষ্ট হয়েছে। এ ক্ষয়ক্ষতির বিষয়ে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়কে কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ করার জন্য অনুরোধ জানান। কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের পরিচালক বলেন যে, বজ্রপাতের পূর্বাভাস দিতে পারলে Life save করা যাবে। কারণ, কৃষকগণ আকাশে বিদ্যুৎ চমকালে আর মাঠে যেতে চায়না। ফলে, ধান/ ফসল কাটার জন্য Labor পাওয়া যায়না। তিনি জানান যে, আগাম বন্যা, কালবৈশাখী ঝড় ও বজ্রপাতের জন্য কমিটিগুলোকে সক্রিয় ভূমিকা পালন করতে হবে। বিল্ডিং এর উপর এ্যারেস্টার ও হাওর এলাকায় আশ্রয়কেন্দ্র নির্মাণ করা জরুরী। খাদ্য সচিব সভাকে অবহিত করেন যে, বর্তমানে গোডাউনে খাদ্যের কোন ঘাটতি নেই, পর্যাপ্ত খাদ্যশস্য মজুদ রয়েছে। পানিসম্পদ মন্ত্রণালয়ের প্রতিনিধি সভায় জানান যে, হাওর এলাকার বাঁধ নির্মাণের কাজ মার্চ, ২০১৯ মাসেই শেষ হয়েছে।

গ. দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা পূর্বপ্রস্তুতি হিসেবে পরবর্তী করণীয় নির্ধারণঃ

সিনিয়র সচিব, দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয় জানান যে, দুর্যোগ ব্যবস্থাপনার পূর্ব প্রস্তুতি হিসেবে ৬৪ জেলায় বিতরণের জন্য ১৫,৫৫৮ মেঃটন চাল এবং ১,৪০,৭৬,৫৪১ নগদ টাকা জেলা প্রশাসকদের নিকট মজুদ আছে। বর্তমানে মহানগরসমূহে ৩২,০০০ জন নগর স্বেচ্ছাসেবক রয়েছে যা ৬২,০০০ জনে উন্নীত করা হবে। উপকূলীয় জেলাগুলোতে ঘূর্ণিঝড় প্রস্তুতি কর্মসূচির ৫৬,০০০ জন স্বেচ্ছাসেবক রয়েছে। ১৩টি জেলায় ঘূর্ণিঝড় প্রস্তুতি কর্মসূচির সেচ্ছাসেবকদের মাঝে সহায়ক উপকরণ বিতরণ করা হয়েছে। ইতোমধ্যে উপকূলীয় অঞ্চলে ২২০টি ঘূর্ণিঝড় আশ্রয়কেন্দ্র নির্মাণ করা হয়েছে। আরও আশ্রয়কেন্দ্র নির্মাণ এবং বিদ্যমান আশ্রয়কেন্দ্রের সংস্কার কাজ চলমান আছে। বন্যা ও ঘূর্ণিঝড় মোকাবিলায় মুজিব কিল্লা নির্মাণ কাজ চলমান আছে এবং ৯৯৮টি বন্যা আশ্রয়কেন্দ্র নির্মাণ সম্পন্ন হয়েছে। ১০৯০ টোল ফ্রি নাম্বার থেকে দৈনন্দিন আবহাওয়া বার্তা এবং বন্যা ও ঘূর্ণিঝড়ের সতর্কীকরণ বার্তা প্রচার করা হচ্ছে। ভূমিকম্পসহ অন্যান্য দুর্যোগ পরবর্তী সাড়া প্রদানের জন্য ২৩৬ কোটি টাকার প্রয়োজনীয় আধুনিক অনুসন্ধান-উদ্ধার সামগ্রী যন্ত্রপাতি ক্রয় করে সশস্ত্র বাহিনী বিভাগ, ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স, কোস্টগার্ড, র‍্যাব, জেলা প্রশাসন ও ঢাকা সিটি কর্পোরেশনকে হস্তান্তর করা হয়েছে

আরও ১,০০০ কোটি টাকার সরমঞ্জাম ক্রয়ের পরিকল্পনা রয়েছে। ভূমিকম্পসহ অন্যান্য দুর্যোগ পরবর্তী অবস্থা থেকে দ্রুত উত্তরণের জন্য জাতীয় আপদকালীন পরিকল্পনা তৈরি করা হয়েছে। সম্ভাব্য দুর্যোগ মোকাবিলার পূর্ব প্রস্তুতি ও দুর্যোগ ঝুঁকিহ্রাস কর্মসূচির অংশ হিসেবে গ্রামীণ সড়কে নিরবছিন্ন যোগাযোগ স্থাপন করতে ইতোমধ্যে ১৮,০০০ সেতু/ কালভার্ট নির্মাণ করা হয়েছে। আরও ১৩ হাজার সেতু/ কালভার্ট নির্মাণের কার্যক্রম অব্যাহত আছে। দুর্যোগ ঝুঁকি হ্রাস কার্যক্রমের অংশ হিসেবে গ্রামীণ মাটির রাস্তা টেকসইকরণে ইতোমধ্যে ২৪৩৮ কিঃ মিঃ এইচবিবি করা হয়েছে। ২০১৯-২০২২ পর্যন্ত সময়ে ৩৩৪৭.২৪ কোটি টাকা ব্যয় ৫২০৫ কিঃ মিঃ রাস্তা এইচবিবি করা হবে। বজ্রপাত প্রতিরোধে এ পর্যন্ত ৩২,১২,৬৭১টি তাল গাছ রোপন করা হয়েছে। দুর্যোগ ব্যবস্থাপনায় পেশাদারিত্ব আনায়নের লক্ষ্যে "জাতীয় দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা গবেষণা ও প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট" গঠন করা হয়েছে এবং এ পর্যন্ত প্রায় ২২,৫০০ জনকে বিভিন্ন দুর্যোগ মোকাবিলায় প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। উপকূলীয় এলাকায় লবনাক্ত পানি পরিশোধনের জন্য ৩০টি ট্রাক মাউন্টেড স্যালাইন ওয়াটার ট্রিটমেন্ট প্লান্ট এবং ২২টি স্থায়ী ওয়াটার ট্রিটমেন্ট প্লান্ট স্থাপন করা হয়েছে। "কেমিক্যাল এন্ড টেকনোলিজিক্যাল হ্যাজার্ড রেসপন্স গাইড লাইন" এর খসড়া প্রস্তুত করা হয়েছে। এছাড়াও বজ্রপাত, আকস্মিক বন্যা ও ভূমিধস দুর্যোগ মোকাবিলায় নির্দেশিকা প্রনয়ণের কাজ চলমান রয়েছে। দুর্যোগ বিষয়ক স্থায়ী আদেশাবলি (SOD) হালনাগাদপূর্বক চুড়ান্তকরণের কাজ শেষ পর্যায় রয়েছে। তিনি আরও উল্লেখ করেন যে, প্রতিটি মন্ত্রণালয়ে দুর্যোগ মোকাবিলার জন্য নিজস্ব বাজেট বরাদ্দ রাখা প্রয়োজন।

সভার সভাপতি জানান যে, বাংলাদেশ দুর্যোগপ্রবণ দেশ। জলবায়ু পরিবর্তনজনিত প্রভাব এবং মনুষ্যসৃষ্ট বিভিন্ন কারণে সাম্প্রতিক সময়ে দুর্যোগের ধরণ, মাত্রা এবং তীব্রতা বৃদ্ধি পেয়েছে। দুর্যোগ মোকাবিলায় বিভিন্ন উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে। বিশেষ করে হাওর এলাকার ফসল রক্ষার্থে পোল্ডার দিয়ে বাঁধ নির্মাণের ব্যবস্থা গ্রহণ করা প্রয়োজন। শহর এলাকায় সুউচ্চ ভবনে গ্লাসের মোড়ক না দিয়ে বিল্ডিং নির্মাণ করতে হবে। কারণ, ভবনে কাঁচের মোড়ক থাকলে অগ্নি দুর্ঘটনায় ধোঁয়া নির্গমন হতে পারে না বিধায় মানুষজন অক্সিজেনের অভাবে মৃত্যুবরণ করে।

৩। অতঃপর বিস্তারিত আলোচনার পর সর্বসম্মতভাবে নিম্নোক্ত সিদ্ধান্তসমূহ গৃহিত হয়ঃ

ক্র. নং	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়নে
১.	(ক) ঢাকাসহ অন্যান্য মহানগর এলাকায় অবৈধ স্থাপনা, দোকানঘর দ্রুত অপসারণ করার জন্য সংশ্লিষ্ট সকলকে অনুরোধ করা হয়।	১. সিনিয়র সচিব, স্থানীয় সরকার বিভাগ ২. সচিব, গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয় ৩. চেয়ারম্যান, রাজউক ৪. প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা, ঢাকা উত্তর ও দক্ষিণ সিটি কর্পোরেশন।
	(খ) সকল মন্ত্রণালয় ও বিভাগ এবং অধিনস্থ দপ্তর/ সংস্থাসমূহ নিজস্ব Response Team গঠন করতে হবে এবং প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।	১. সিনিয়র সচিব/ সচিব/ ভারপ্রাপ্ত সচিব (সকল) ২. মহাপরিচালক, বাংলাদেশ ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স অধিদপ্তর।
	(গ) দ্রুত সময়ের মধ্যে ঢাকা মহানগর হতে অনিরাপদ কেমিক্যাল সামগ্রী অপসারণ করার জন্য অনুরোধ করা হয়।	১. সিনিয়র সচিব, স্থানীয় সরকার বিভাগ ২. সচিব, গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয় ৩. সচিব,শিল্প মন্ত্রণালয় ৪. চেয়ারম্যান, রাজউক ৫. প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা, ঢাকা উত্তর ও দক্ষিণ সিটি কর্পোরেশন।
	(ঘ) দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয় কর্তৃক গঠিত ৬টি কমিটির সিদ্ধান্তগুলো বাস্তবায়ন করার জন্য সংশ্লিষ্ট সকলকে অনুরোধ করা হয়।	সংশ্লিষ্ট সকল।

২.	(ক) হাওর এলাকায় ফসল পাকার সাথে সাথে দ্রুত কর্তন করা জন্য সংশ্লিষ্ট সকলকে অনুরোধ করা হয়।	১. সচিব, কৃষি মন্ত্রণায় ২. জেলা প্রশাসক (সকল)।
	(খ) স্থানীয় পর্যায়ের সকল দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটি সভা নিয়মিতভাবে করা এবং দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।	১. সিনিয়র সচিব, দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয় ২. অতিরিক্ত সচিব (সকল), দুব্যত্রাম ৩. মহাপরিচালক, দুঃব্যঃঅধিদপ্তর ৪. বিভাগীয় কমিশনার (সকল) ৫. জেলা প্রশাসক (সকল) ৬. পরিচালক, সিপিপি ৭. উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা (সকল) ৮. প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা, সিটি করপোরেশন (সকল)।
৪.	দুর্যোগ ঝুঁকিহ্রাসেঃ (ক) সংশোধিত বাংলাদেশে ন্যাশনাল বিল্ডিং কোড কার্যকর করা; (খ) সমন্বিত নগর উন্নয়ন পরিকল্পনা গ্রহণ করা;	১. সিনিয়র সচিব, স্থানীয় সরকার বিভাগ ২. সিনিয়র সচিব, দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয় ৩. সচিব, গৃহায়ণ ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয় ৪. সচিব, বন, পরিবেশ ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয়।
	(গ) বিভিন্ন আন্তর্জাতিক দলিলের আওতায় আন্তঃরাষ্ট্রীয় আবহাওয়া ও নদীর পানি প্রবাহের তথ্য বিনিময়;	১. সিনিয়র সচিব, দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয় ২. সচিব, পানি সম্পদ মন্ত্রণালয় ৩. সচিব, বন, পরিবেশ ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয় ৪. সচিব, প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয় ৫. সিনিয়র সচিব, পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়।
	(ঘ) প্রকল্প গ্রহণের ক্ষেত্রে ডিজাস্টার ইমপ্যাক্ট এসেসমেন্ট করা;	১. সিনিয়র সচিব, দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয় ২. সচিব, পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়
	(ঙ) সড়ক, নদী ও বিমান পরিবহন এবং শিল্প কারখানা নিরাপত্তা বিষয়ক আইন-এর কঠোর প্রয়োগ;	১. সিনিয়র সচিব, সড়ক পরিবহন ও সেতু মন্ত্রণালয় ২. সচিব, নৌ-পরিবহন মন্ত্রণালয় ৩. সচিব, বেসামরিক বিমান পরিবহন ও পর্যটন মন্ত্রণালয়। ৪. সচিব, শিল্প মন্ত্রণালয় ৫. সচিব, সুরক্ষা ও সেবা বিভাগ, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়
	(চ) সকল সরকারি বেসরকারী প্রতিষ্ঠান দুর্যোগ ঝুঁকিহ্রাস বিষয়ক নিজস্ব আপদকালীন পরিকল্পনা গ্রহণ এবং বাস্তবায়ন করবেন। জাতীয় ও স্থানীয় পর্যায়ের দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা সংক্রান্ত গঠিত কমিটিসমূহ নিয়মিতভাবে সভা আহবান করবেন এবং নিজ নিজ কর্ম এলাকায় দুর্যোগ প্রতিরোধ, প্রতিকার, পরিত্রাণের লক্ষ্যে কর্মপরিকল্পনা গ্রহণ, বাস্তবায়ন এবং নিয়মিত হালনাগাদ করবেন।	সিনিয়র সচিব/ সচিব/ ভারপ্রাপ্ত সচিব (সকল)

৪। অতঃপর সভায় আর কোন আলোচনা না থাকায় সভাপতি সকলকে ধন্যবাদ জানিয়ে সভার সমাপ্তি ঘোষণা করেন।

স্বাক্ষরিত/-
ডা. মোঃ এনামুর রহমান, এমপি
প্রতিমন্ত্রী
দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়
ও
সভাপতি
আন্তঃমন্ত্রণালয় দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা সমন্বয় কমিটি।

নং-৫১.০০.০০০০.৩২১.৩৮.১০.১৯.১৩৪/১(২৮) তারিখঃ ২৮-০৪-২০১৯ খ্রিঃ

সদয় অবগতি ও প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য অনুলিপি প্রেরণ করা হলো (জ্যেষ্ঠতার ক্রমানুসারে নয়):

১. মন্ত্রিপরিষদ সচিব, মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
২. প্রধানমন্ত্রীর মুখ্য সচিব, প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়, তেজগাঁও, ঢাকা।
৩. প্রিন্সিপাল স্টাফ অফিসার, সশস্ত্র বাহিনী বিভাগ, ঢাকা ক্যান্টনমেন্ট, ঢাকা।
৪. সিনিয়র সচিব/সচিব/ভারপ্রাপ্ত সচিব,...(সকল)।
৫. বিভাগীয় কমিশনার,..................................(সকল)।
৬. চেয়ারম্যান, রাজধানী উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ(রাজউক), ঢাকা।
৭. চেয়ারম্যান, বাংলাদেশ সড়ক পরিবহণ কর্তৃপক্ষ (বিআরটিএ),বিআরটিএ ভবন, চেয়ারম্যানবাড়ী, নতুন বিমানবন্দর সড়ক, বনানী ঢাকা।
৮. চেয়ারম্যান, স্পারসো, আগারগাঁও, ঢাকা।
৯. অতিরিক্ত সচিব...............................(সকল), দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়।
১০. মহাপরিচালক, দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা অধিদপ্তর, ৯২-৯৩ মহাখালী, ঢাকা।
১১. মহাপরিচালক, বাংলাদেশ ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স, অধিদপ্তর, কাজী আলাউদ্দিন রোড, ফুলবাড়িয়া, ঢাকা।
১২. মহাপরিচালক, স্বাস্থ্য অধিদপ্তর, মহাখালী, ঢাকা।
১৩. মহাপরিচালক, কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর, খামারবাড়ী, ঢাকা।
১৪. প্রধান প্রকৌশলী, গণপূর্ত অধিদপ্তর, পূর্ত ভবন, সেগুনবাগিচা, ঢাকা।
১৫. প্রধান প্রকৌশলী, স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর, আগারগাঁও, ঢাকা।
১৬. মহাসচিব, বাংলাদেশ রেড ক্রিসেন্ট সোসাইটি, মগবাজার, ঢাকা।
১৭. প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা, ঢাকা দক্ষিণ সিটি করপোরেশন, ঢাকা।
১৮. প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা, ঢাকা উত্তর সিটি করপোরেশন, ঢাকা।
১৯. চেয়ারম্যান, বাংলাদেশ বিদ্যুৎ উন্নয়ন বোর্ড, বিদ্যুৎ ভবন, আব্দুল গণি রোড, ঢাকা।
২০. ব্যবস্থাপনা পরিচালক, তিতাস গ্যাস লিমিটেড, কাওরানবাজার, ঢাকা।
২১. ব্যবস্থাপনা পরিচালক, ঢাকা ওয়াসা, কাওরানবাজার, ঢাকা।
২২. জেলা প্রশাসক, ...(সকল)।
২৩. প্রধান বিস্ফোরক পরিদর্শক, বিস্ফোরক পরিদপ্তর, সেগুনবাগিচা, ঢাকা।
২৪. পরিচালক (প্রশাসন), ঘূর্ণিঝড় প্রস্তুতি কর্মসূচি (সিপিপি), ৬৮৪-৬৮৬, বড় মগবাজার, ঢাকা।
২৫. পরিচালক, বাংলাদেশ আবহাওয়া অধিদপ্তর, আগারগাঁও, ঢাকা।
২৬. মাননীয় প্রতিমন্ত্রীর একান্ত সচিব, দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়।
২৭. সিনিয়র সচিবের একান্ত সচিব, দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়।
২৮. উপজেলা নির্বাহী অফিসার,..(সকল)।

২৯. সিস্টেম এনালিষ্ট, দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয় (ওয়েব সাইটে প্রকাশের অনুরোধসহ)।

৩০. জেলা ত্রাণ ও পুর্নবাসন কর্মকর্তা,.......................................(সকল)।

৩১. উপজেলা প্রকল্প বাস্তবায়ন কর্মকর্তা,...(সকল)।

৩২. ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা, এনডিআরসিসি, দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয় (কার্যবিবরণীটি ইমেল এবং ফ্যাক্সযোগে সংশ্লিষ্ট সকলের নিকট প্রেরণের অনুরোধসহ)।

২৮/৪/১২

(আবদুল কাদের)
উপসচিব
ফোন : ৯৫৪৬৩০৭
abdul.quader@modmr.gov.bd